লোকসংস্কৃতির নানারূপ

সম্পাদনা : প্রিয়ব্রত নাথ

Lokasangskritir Nanarup, Edited by Dr. Priyabrata Nath, Published by Biplab Bhattacharjee, Scholar Publications, Karimganj, Assam, 788711, August, 2020.

ISBN: 978-81-944113-2-1

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট, ২০২০

© সম্পাদক

প্রকাশক:
বিপ্লব ভট্টাচার্য
স্কলার পাবলিকেশনস্
করিমগঞ্জ, আসাম, ৭৮৮৭১১

মুদ্রক:
স্কলার পাবলিকেশনস্
করিমগঞ্জ, আসাম, ৭৮৮৭১১

প্রচ্ছদ: পঙ্কজ দত্ত

দাম: ৫০০ টাকা

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়

(ক) বরাক উপত্যকার লোকসংস্কৃতি

- বরাক উপত্যকার মৌখিক ঐতিহ্যে ইতিহাস ও কিংবদন্তী
  রমাকান্ত দাস ১৩-২৫
- বরাক উপত্যকার লোকপ্রবাদে মনুষ্যতর প্রাণী
  বুবুল শর্মা ২৬-৫৬
- লোকশিল্পের দর্পণে বরাক উপত্যকার মৃৎশিল্প
  অশোক দাস ৫৭-৬৭
- বরাক উপত্যকার চারটি মেয়েলি ব্রত আচার : একটি সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা
  ইন্দিরা ভট্টাচার্য ৬৮-৭৭
- বরাক উপত্যকার কয়েকটি লোককথা : একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
  প্রিয়ব্রত নাথ ৭৮-৮৬
- বরাক উপত্যকার লোকদেবতা ত্রিনাথ
  মানচিত্র পাল ৮৭-৯২
- বরাক উপত্যকার পল্লী নারীর পালনীয় তিনটি ব্রত : একটি তুলনামূলক অধ্যয়ন
  প্রণয় ব্রহ্মচারী ৯৩-১০৪
- বরাক উপত্যকার তিনটি ব্রতপার্বণ : একটি গবেষণাধর্মী আলোচনা
  কালীপদ দাস ১০৫-১১৩
- বরাক উপত্যকার বাঙালি হিন্দু সমাজের বিয়ের লোকাচার
  শীলা চক্রবর্তী ১১৪-১২০
- মনসা পূজায় নৃত্যগীত : ওঝানৃত্য ও ওজাপালি নৃত্য
  সূর্যসেন দেব ১২১-১২৮
- লোকাচার ও গীতি : প্রেক্ষিত বরাক উপত্যকার চা-জনগোষ্ঠী
  সন্তোষ আকুড়া ১২৯-১৪৬
- লোকদেবী 'লালসা'র সাতকাহন : একটি ক্ষেত্রসমীক্ষামূলক প্রতিবেদন
  তীর্থঙ্কর চক্রবর্তী ১৪৭-১৫৩

- হোজাই ও করিমগঞ্জ জেলায় প্রচলিত সিলেটি বিবাহ রীতি : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
  অনিন্দিতা সাহা ১৫৪-১৬২

(খ) বাংলা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি

- শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতায় লোকায়ত জীবনের স্বরূপ সন্ধান
  পিনাকী দাস ১৬৫-১৭৪
- 'সুরমা গাঙর পানি': প্রসঙ্গ লোকসংস্কৃতির বহুকৌণিক উপাদান
  উত্তম পালুয়া ১৭৫-১৮৯
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে লোক উপাদান
  স্বাতী দেবরায় ১৯০-১৯৮
- 'শবরচরিত' উপন্যাসে লোকসঙ্গীত
  হেমলতা কেরকেটা ১৯৯-২০৫
- লোক উপাদান ও সমন্বয় ভাবনা : প্রসঙ্গ 'পদ্মানদীর মাঝি'
  অভিজিৎ সাহা ২০৬-২১৩
- প্রফুল্ল রায়ের 'শঙ্খিনী'ও 'বেদের নৌকোয়' উপন্যাসে বেদে জীবন ও সংস্কৃতি
  হাসানুর হক সরকার ২১৪-২২৭
- উত্তর পূর্বাঞ্চলের নির্বাচিত বাংলা ছোটগল্পে লোক উপাদান
  মাসুমা বেগম তাপাদার ২২৮-২৩৭
- 'তিতাস একটি নদীর নাম': লোকজীবনের স্বরূপ সন্ধান
  তাপস সরকার ২৩৮-২৪৪
- সাহিত্যে লোকউপাদানের প্রয়োগ : প্রসঙ্গ শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা'
  দীপেশ সরকার ২৪৫-২৫০

(গ) লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি

- একুশ শতকে লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের প্রাসঙ্গিকতা
  অমলেন্দু ভট্টাচার্য ২৫৩-২৫৮
- লোকসংস্কৃতি ও মেয়েলি ব্রত
  অপর্ণা দেব ২৫৯-২৬৮

- ডিমাসা সমাজের নীতি নিয়ম : একটি অলিখিত দলিল
  সুদীপ্তা খেরসা ২৬৯-২৭৩
- উত্তর-ত্রিপুরার গো-ধন কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান
  মনমোহন দেবনাথ ২৭৪-২৮০
- ত্রিপুরার ডম্বুর জলপ্রপাত অঞ্চলে রিয়াং আদিবাসীদের ধর্ম আচরণ ও মেলা
  মঞ্জুরী বিশ্বাস ২৮১-২৮৫
- Folklore and History : A study of Siddheswar Kapilasram:
  Leena Chakraborty ২৮৬-২৯১
- The Festivals of Bishnupria Manipuri
  Kajari Dhar ২৯২-২৯৮
- Folklore and Social control : A study of selected Dimasa Folklore
  Anamika Khersa ২৯৯-৩০৭
- Scope of Gender study in Assamese Folktale with special reference to Laxminath Bezbaruah
  Banajit Sharma ৩০৮-৩১৩

লেখক পরিচিতি ৩১৪-৩১৬

শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কবিতায় লোকায়ত জীবনের স্বরূপ সন্ধান

পিনাকী দাস

আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে শক্তিপদ ব্রহ্মচারী এক উজ্জ্বল কবি-ব্যক্তিত্ব। আসাম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলেই নয়, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের দীক্ষিত পাঠক মহলেও তাঁর স্থান স্বতন্ত্র চিহ্নিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবির জন্মভূমি ওপার বাংলায়, স্বভূমি এপার বাংলার কাছাড়ে। প্রায় সাত দশক আগে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল, বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত সোনাইতা গ্রামে কবির জন্ম। পিতা শশীভূষণ ব্রহ্মচারী, মাতা প্রভাবতী দেবী। শক্তিপদ মা-বাবার প্রথম সন্তান ছিলেন। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত সোনাইতা গ্রামে কবির একটানা তেরো বছর কেটেছে। সোনাইতা তৎকালীন শ্যামল পূর্ববঙ্গের এক নিস্তরঙ্গ অজপাড়া গাঁ। নেহাৎ দায়ে না পড়লে কেউ শহরের দিকে পা বাড়াতো না। শক্তিপদ তাঁর কবিতার পংক্তিতে সোনাইতা গ্রাম সম্পর্কে বলেছেন—

আমাদের গ্রাম থেকে শহর পঁচিশ মাইল দূরে
আমরা স্বপ্নে ছাড়া ট্রেন ও মোটর গাড়ী দেখিনি বহুদিন
তিন বাঁক উজানের একজন হোমিওপ্যাথ
সাত ইঞ্চি শিশিতে করে সাদা জলের ঔষধ দিতেন আমাদের
আমাদের কোন ডাকঘর বা ইস্কুল ছিল না...

-একটি গ্রামীণ পদ্য; 'অনন্ত ভাসানে'।

বুঝতে অসুবিধা হয় না কবির গ্রামটি কোনদিক থেকেই উন্নত ছিল না। কিন্তু যেখানের জল হাওয়া কবির প্রাণে সুবাস দিয়ে গেছে আমৃত্যু, তার সজীব চিত্র যে কবির চেতনায় সদা উদ্ভাসিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই কবিকে বলতে শুনি—

তবু এবং আশ্চর্য
মায়ের উপুড়- করা স্নেহের মতো আমাদের মাথার উপর
আজন্ম আকাশ ছিল
দিগন্ত- ছোঁয়া মাঠের মধ্যে সবুজ ও সোনালি ছিল আমাদের প্রিয় রঙ

(ঐ)

গ্রামটি যেন গভীরভাবে কবির প্রাণের আরো কাছাকাছি চলে এসেছে- এটাই স্বাভাবিক। যে মাটিতে তাঁর জন্ম, যেখানের ধূলিরেণু গায়ে মেখে তার হয়ে ওঠা, তাঁর বাল্য কৈশোরের দিনগুলির নকসি কাঁথা আঁকা আছে যেখানে, সেই মাটির প্রতি কবির দুরন্ত আকর্ষণ তো থাকবেই।

সোনাইতা গ্রামেই কবির শিক্ষাজীবনের শুভসূচনা হয়। সেই গ্রামে কোন হাইস্কুল না থাকলেও একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, গ্রামবাসীরা বলত ক্ষেত্র মাস্টারের পাঠশালা। পাঁচবছর বয়সে সেই পাঠশালাতেই কবির বাল্যশিক্ষা শুরু হয়। ক্ষেত্র মাস্টারের পাঠশালার গণ্ডি পেরিয়ে, আগনা হাইস্কুল, আগনা হাইস্কুলের পাঠ শেষ করে ১৯৫১ সালে কবি শক্তিপদ মহকুমা শহর হবিগঞ্জের জে. কে. এণ্ড এইচ.কে. হাইস্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৫৫ খ্রিঃ তিনি মাধ্যমিক প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তারপর কবির শিক্ষাজীবনে এক বছর সময়ের জন্য ছেদ পড়ল। কারণ চারদিকে তখন অন্ধকারে টিকে থাকার লড়াই চলছে; সে লড়াই থেকে বাদ যাননি কবির পরিবারও। ঢেকে গেছে সোনালি স্বপ্ন, সামনে কেবল দেশভাগের দহন আর দহন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভেদাভেদ, অত্যাচার, অনাচার ও অমানবিকতার বিবরে নিমজ্জিত কলুষিত সময় থেকে আপাতত শান্তিকল্যাণের সন্ধানে ১৯৫৬ সালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কাছাড়ে বর্তমান বরাক উপত্যকায় চলে আসেন। হাজার প্রতিকূলতায় এগিয়ে চলার নামই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। সোনাইতা শক্তিপদর মনোরাজ্যে চিরকাল রূপসী কন্যার মতোই বাস করেছে বলেই বারবার প্রশ্ন জেগেছে মনে 'আমার বাস্তুহারা জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর পাই না।' শুরু হল কবিজীবনের এক নতুন অধ্যায়। ১৯৫৮ সালে শিলচর গুরুচরণ কলেজ থেকে আই.এ.পাশ করেন, ১৯৬১ সালে তিনি গ্রাজুয়েট হলেন এবং ১৯৬৯ সালে গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। কিছুদিন হাইলাকান্দি এস.এস. কলেজে অধ্যাপনা করেন তারপর ১৯৭১ সালে গুরুচরণ কলেজের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার কর্মে যুক্ত হলেন। সুদীর্ঘ তিন দশক শিলচর গুরুচরণ কলেজে অধ্যাপনা করে ২০০২ সালে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং ২০০৫ সালে কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবি শক্তিপদকে বিশেষতঃ শক্তিপদের লোকায়ত বিস্তৃতিকে চিনে নিতে হলে তাঁর ব্যক্তিজীবনকে না দেখলে হয় না। জীবনের প্রথম ভালোবাসা হল কবিতা। একটি ত্রৈমাসিক সাময়িকীতে তিনি নিজেই বলেছেন-

"কতটুকু কবি হয়েছি জানি না, কিন্তু কবিতাকে ভালোবেসে চলেছি আজীবন।।....."[১]

'পদ্য-রোগে' কবি আক্রান্ত হয়েছিলেন সেই বাল্যবয়সেই । তবে তাঁর কবি-সত্তার উন্মেষ ঘটেছে শিলচরের মাটিতেই। তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোট পাঁচটি- 'সময় শরীর হৃদয়' (১৯৭১), 'এই পথে অন্তরা' (১৯৭৬), 'অনন্ত ভাসানে' (১৯৮৪), 'কাঠের নৌকা' (১৯৯৪) এবং 'দ্বন্দ্ব অহর্নিশ' (২০০৪)। এছাড়াও অসংখ্য অগ্রন্থিত কবিতা রয়েছে শক্তিপদর, যেগুলোর দীপ্তি পাঠককে শুধু আকর্ষণ করে না, করে মোহাবিষ্ট। তাঁর কাব্যধারার দিকে আলোকপাত করলে দেখি, সেখানে প্রেম ও রোমান্টিকতার পাশাপাশি বিষাদ-বিচ্ছিন্নতা, প্রকৃতি, জীবন ও মৃত্যুচেতনার স্বরূপ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত। তবে তাঁর কবিতার সুবিশাল ক্যানভাসে লোকজ জীবনের ঘ্রাণ পাই, ধানী রঙের স্মৃতিতে মোড়া আছে কবির দেশজ নানা অনুষঙ্গ। জন্মভূমি তাঁর কাছে 'কীর্তন-কৃতার্থ বাংলাদেশ'। প্রকৃতপক্ষে—

"শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর ঐতিহ্যপ্রীতি থেকে জন্ম নিয়েছে দেশজবোধ ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রেক্ষিত। লৌকিক উপাদানে তাঁর কবিতা ভরপুর না হলেও লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিশাল ঐতিহ্যের ভাণ্ডার সম্পর্কে কবি উদাসীন ছিলেন না, চিলেন অনুরক্ত। কবির সেই অনুরক্তির প্রকাশ শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতে নয়, কাব্যদেহের নির্মাণেও পরিলক্ষিত হয়। শব্দ ব্যবহারে কবির কোনো খুঁতখুঁতি নেই। অনায়াসেই তিনি যে- কোনো কবিতায় তুলে আনেন তাঁরই চারপাশে প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সমাজজীবন।"[২]

পূর্ববাংলার অজ-পাড়া গাঁয়ে বেড়ে ওঠা জীবনের সূচনালগ্ন থেকে নানা বিশ্বাস-অবিশ্বাস-সংস্কারের অভিজ্ঞতার জারক-রসে জারিত কবির মন। তাই গ্রামীণ সত্তার সঙ্গে শক্তিপদর অন্তরঙ্গ যোগ। গ্রামের বিস্তীর্ণ মাঠ, খোলা হাওয়া, সবুজ প্রকৃতি, যেখানে সূর্যপ্রণাম করে ভোরের আগমন ঘটে আর রাতের কালো আসার প্রাক মুহূর্তে সমস্ত অশুভ শক্তিকে দূরে সরানোর জন্য তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালায় গ্রাম্যবধূরা- লোকজ উপাদানের সেই টুকরো টুকরো অনুষঙ্গ শক্তিপদের কাব্যদেহে স্থান করে নিয়েছে অবলীলায়। প্রকৃতপক্ষে, এই লোক-বিশ্বাস, লোক-পরম্পরার প্রয়োগ শক্তিপদর কবিতার আয়তনকে আরো বেশি উজ্জ্বল করে তোলে। গ্রামীণ জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতি প্রাঞ্জল করে দেয় তাঁর প্রাণকে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যথার্থই বলেছেন--

"কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ভালোবাসেন গ্রাম-বাংলার সহজ-সরল জীবন যাপন। আসলে তাঁর কবি-মানসিকতায় জীবনানন্দ- জসীমউদ্দিনের মতো গ্রাম বাংলাই প্রাধান্য পেয়েছে। মাটির কাছাকাছি যে গ্রামীণ জীবন সেই জীবনেই তাঁর আগ্রহ। জীবনানন্দের মতোই অবস্থা বিপাকে শহরের বাসিন্দা হলেও তাঁর মন পড়ে থাকে গ্রামের নির্বোধ মানুষগুলোর মধ্যে।"[৩]

সেজন্যই লোকউৎসব, প্রবাদ, ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি লোকায়তিক সম্পদে উজ্জ্বল তাঁর কবিতা।

নিষ্ঠুর সময়ের মিছিলে কবিও পদাতিক, তবুও বুকের হাহাকারে যন্ত্রণার কালো ধোঁয়া উঠলেও কবি নিজেকে বাঁধতে চান দেশজ শেকড়ে। তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক ভাষার সুনিপুণ প্রয়োগ দেখে বুঝে নেই ঔপনিবেশিক হস্তক্ষেপে তাঁর জীবন বদলে গেলেও, বদলে যায়নি কবির সহজ সুন্দর মন। এই দৃষ্টান্ত পাই তাঁর 'সময় শরীর হৃদয়' কাব্যগ্রন্থে—

জবর দুঃখের কথা, আফশোসে ফাটিছে কলিজা
মবলক দেড় কুড়ি, খুচরা দুই উমরের ইজা
সাকুল্যে বত্রিশ হইল, বেরথ হইল এমন যৈবন
না আইল কামিনী ঘরে, না পাইলাম একখানা কাঞ্চন।
পিরের মুরশিদ হইয়া ভরমিলাম দেশ দেশান্তরে
যার লাইগ্যা ভুগছিলাম ছয়মাস সান্নিপাতি জ্বরে
পেটে হইল বিষকামড়ি চউখে ঘোর, বেজায় হলিমা
কোমরে লেঙ্‌টি আর গায়ে মাত্র ছিঁড়া-ভিড়া নিমা।

খুরে দিয়া দণ্ডবৎ উঠিলাম আসাম-বেঙ্গলে
সবই লুইট্যা নিছে দেখি পড়িবেশী শিয়ালে হেঙ্গলে
আছিল যা নিজের কইতে, ভাঙা থাল এক কানা ঘটি
উপরে আছেন আল্লাহ, আর আছে কোমরে লেঙ্গটি।

দুঃখের অবধি নাই, কী কইমু তোমারে বাপধন
বাবু ভাইইয়া ভোগ করে পিরথিমির কামিনী-কাঞ্চন
খুঁজি মাগি অন্ন খাই, মাইয়া দেখলে বাইয়া পড়ে নাল
কেউ না জিগার করে, আমি এক আকাট বাঙ্গাল।

(জমির মিঞার জবানবন্দি; সময় শরীর হৃদয়)

'জমির মিঞার জবানবন্দি'তে হয়েছে আঞ্চলিক ভাষা। এছাড়াও কবির 'লঘুপদ্য'-এর অনেকগুলি পংক্তিতে তিনি আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। 'আমরা পদদা কই, ওরা কয় পদমা,' 'ছিচরণ' অর্থাৎ শ্রীচরণ, 'গঞ্জ- গেরাম' প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে কবি শক্তিপদ বর্ণময়তার অপরূপ সমাবেশ ঘটিয়েছেন। বাংলার লোককথার সুলভ মাটিতে প্রবাদের ফসল সর্বপ্রাচীন। তাই শক্তিপদর কবিতায়ও প্রবাদমূলক শব্দের সমৃদ্ধি ঘটেছে অনায়াসে। প্রবাদের মধ্যে গ্রামবাংলার প্রাত্যহিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতার চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার সাযুজ্যে কবি লিখেছেন—

ক. *ঢিলটি যদি মার তবে পাবেই পাটকেল*
তোমার সঙ্গে আছি, যেন জলের সঙ্গে তেল।

(চূর্ণ কবিতা; অগ্রন্থিত কবিতা)

খ. *যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ মিটিয়ে*
একটি লজঝর গাড়ির সওয়ারি
আমরা.....

(শিবদাস ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত; ঐ)

গ. *কেন যে কুকুরের ল্যাজ ঘি মেখেও সোজা করা গেল না।*

(আত্মজীবনীর বিকল্পে; ঐ)

ঘ. *দুর্বলাকে মারি মোরা কর্মে কাঁচকলা,*
নিত্যই বেতারে শুনি চোরের মার গলা।

(সত্য সেলুকাস; লঘু পদ্য)

ঙ. *সকলেই ভাতের ভাতার নয়, কেউ কেউ কিলের গোঁসাই*

(লেখো হে সঞ্জয়, লেখো; এই পথে অন্তরা)

চ. *প্রেম আসে ঘুঁটে কুড়োনীর ছদ্মবেশে*

(তামাকে তোমার মত; ঐ)

কবি বিচক্ষণ মননের অধিকারী, তাই তাঁর ভাষা সরল-সুগম হলেও একটু গভীরে লক্ষ্য করলে উপলব্ধি হয় যে, এই পংক্তিগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কাব্য ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত নিয়ে আসে। কবি শক্তিপদর কবিতার পটভূমিতে ছড়াও একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। শ্বাসাঘাত প্রধান ছন্দের প্রয়োগে তাঁর অনেক কবিতা ছড়ার কাঠামো নিয়ে আমাদের আশ্চর্য করে দেয়। যেমন—

ক. *দিন-রজনী ভেতর থেকে শব্দ শুধু দিচ্ছে তাড়া*
মতান্তরে বাতিক- পাগল শূন্য দেউল লক্ষ্মীছাড়া।

(তামারি জয় তোমারি জয়; সময় শরীর হৃদয়)

খ. *এমনি করে দিন- রজনী খরিশপুরের মাঠে*
উদলা হাসির সিনান সেরে সূয্যি নামে পাটে।

(সূয্যি নামে পাটে; অনন্ত ভাসানে)

গ. *কবির কাছে কী চাও তুমি শব্দ-জাদুর খেলা*
শিশির- ভেজা দূরের স্মৃতি নিজস্ব ভোরবেলা?

(কবির কাছে কী চাও তুমি; দ্বন্দ্ব অহর্নিশ)

লক্ষণীয় যে, এসব পংক্তিতে ভাষা ব্যবহারে রয়েছে কবির সচেতন দৃষ্টি। 'উসলা হাসির সিনান' সেরে যখন সূর্যদেব 'পাটে' নামেন তখন স্বাভাবিকভাবেই কবি হৃদয়ে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে শ্রীহট্টের সেই গ্রাম, যে গ্রামে বিবিয়ানা নদীকে ভালোবেসে, পাটক্ষেতের সবুজ পরিবেশে, 'গায়ে খুসকি হাটুরে মানুষ'দের মাঝখানে বেড়ে ওঠা কবির প্রাণবন্ত উপলব্ধি, লোকায়তের স্নিগ্ধপথে কবিকে নিয়ে গেছে- যা'শিশির ভেজা দূরের স্মৃতি'তে ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে। আবার শক্তিপদর কবিতায় যখন 'ইকিড়-মিকিড়-ফন্দি-ফিকির যা করি মন্তরের গুণে' অনুরণিত হয় তখন প্রতিটি পাঠক সত্তা একবার করে বাল্যজীবনে উঁকি দিয়ে আসে, মুহূর্তের তরঙ্গে বদলে যায় চলমান জীবন।

নৌকা ও লণ্ঠনের চিত্রকল্প শক্তিপদর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। গ্রাম্য মানুষ অন্ধকারের সময় অর্থাৎ রাতের বেলা আলোর জন্য 'লণ্ঠন' এর ব্যবহার করতেন। আজ বৈদ্যুটিক আলোর দৌলতে এর অস্তিত্ব বিলুপ্তপ্রায় হলেও একসময় গ্রামীণ জীবনে এটিই ছিল আলো দানের প্রধান মাধ্যম। লোকসমাজে ব্যবহৃত এই বহু ব্যবহৃত সামগ্রীও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি—

ক. *আহা রে মানুষ যায় দূর মাথে লণ্ঠন জ্বালিয়ে*
আহা রে মানুষ যায় কীর্তন- কৃতার্থ বাংলাদেশে।

(আকুলতা শিখেছে মানুষ; এই পথে অন্তরা)

খ. *তখন তুমি- লণ্ঠনের উস্কে দিয়ে ফিতা*
ঝলসে আলো,

(কবিতা; ঐ)

গ. *কে যায় দূরের মাঠে মাঝে ঝলসে ওঠে হাতের লণ্ঠন।*

(তোমাকে তোমার মতো; ঐ)

ঘ. *ঈশ্বর, তুমি মানুষের চিদালয়ে*
লণ্ঠন জ্বেলে পঙ্কিল প্রেম যাচ।

(মত্ততার পর, ঈশ্বর; অগ্রন্থিত কবিতা)

নৌকা জলযান। নদীমাতৃক বঙ্গদেশে চর্যাপদ থেকেই জলপথে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হয় নৌকা। বঙ্গদেশের সন্তান শক্তিপদর কাব্যে সেই নৌকার প্রসঙ্গও ঘুরে ফিরে এসেছে—

ক. অভিষেকের সময় গেছে
অবসিরের মোহে
সওদাগরী নৌকা তবু
ভাসাই কালীদহে।

(সময় শরীর হৃদয়; সময় শরীর হৃদয়)

খ. আবার ভাসাব নৌকা অতলান্ত সমুদ্রের দিকে

(অগ্রন্থিত কবিতা)

গ. নৌকার গলুই'ত্র আর কারখানায়
চুঙ্গির ধোঁয়ায়
লাঙ্গলের ফালে, কিংবা বন্দুকের নলে
স্বপ্নই জীবন।

(কয়েকজন স্বপ্নচারীর উদ্দেশ্যে; দ্বন্দ্ব অহর্নিশ)

লোকপ্রযুক্তির এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হল 'লাঙল'। কৃষি সভ্যতার যন্ত্র এই 'লাঙল' শক্তিপদর কবিতায় প্রতীকী ব্যবহারে প্রমূর্ত হয়ে উঠে। 'একান্ত ব্যক্তিগত' কবিতায় কবির জ্যেঠামশায়ের প্রসঙ্গে এসেছে এই নৌকার কথা, এসেছে তার মালার অনুষঙ্গ। গ্রামীণ জীবনে প্রায় সকলের বাড়িতেই এই নৌকা রাখা হত। কবির স্মৃতিতে সেই ছবি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—

এখন কেউ 'ও' আমার দেশের মাটি- গাইলে
উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে জ্যেঠামশায়ের প্রবাসে যাওয়ার নৌকা
তার মাল্লার নাম ছিল মনা

(একান্ত ব্যক্তিগত; সময় শরীর হৃদয়)

লোক-বিশ্বাস, লৌকিক আচার-আচরণ, লোকধর্মাচরণ ইত্যাদি দৈনন্দিন লোকঅভ্যাসের অন্তর্গত। গ্রামীণ লোকজীবনের চিন্তাবিশ্বে মঙ্গল-অমঙ্গল সম্পর্কে বিশ্বাস সুদৃঢ়। তিথি-নক্ষত্র, বার-নির্বাচন, সন্ধ্যা-দুপুর প্রভৃতি শুভাশুভ কেন্দ্রিক লোক-বিশ্বাসের চিত্র শক্তিপদর কবিতায় প্রচুর। ভরদুপুরে কিংবা সন্ধ্যালগ্নে কোথাও যাত্রা করা মঙ্গলজনক নয়, আবার যাত্রালগ্নে ঈশ্বরের নাম নিয়ে যাত্রা করলে শুভ হয়- এসব প্রচলিত বিশ্বাস তিনি অনায়াসেই তাঁর কবিতায় ছেঁকে তুলে আনেন। অন্যদিকে

এই বিশ্বাস থেকেই অনেক সময় হৃদয়ে ঘর করে নেয় ভয়। ভয়কে কেন্দ্র করে যে যাদুমন্ত্র, ঝারফুঁক, ওঝা গুণিনের উপর মানুষের ভক্তি ও আস্থা বাড়ে, সে জীবনও তিনি তাঁর কবিতায় তুলে এনেছেন।

প্রকৃতপক্ষে, শক্তিপদ পরম্পরাগত লোকজীবনের শেকড় থেকে উঠে আসা মানুষ। বাঙালি ঘরে যে সিঁদুর মাখানো মুদ্রার মূল্য অপরিসীম তাও রয়েছে তাঁর কবিতায়। মঙ্গলচিহ্নস্বরূপ এই সিঁদুরে মুদ্রার মর্যাদা তিনি নিশ্চয়ই মা- ঠাকুমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন। লোকজ সে আবেদনও তাঁর কাব্যে উজ্জ্বল--

ক. *মানুষের কাছে কিছু, আর কিছু প্রকৃতির কাছে*
সিঁদুর মাখানো দুটি মুদ্রা বাঁধা আছে
প্রপিতামহের রক্তে আমি তার উত্তরাধিকারী
পরদ্রব্য, লোষ্ট্র কিংবা নারী
সমস্ত আমার
পড়ন্ত গোয়াল ঘর, বাড়ন্ত খামার...
(মানুষের কাছে কিছু... কিছু প্রকৃতির; এই পথে অন্তরা)

খ. *কুলুঙ্গিতে কৌটোভর্তি রেখে গেছে মাথার সিঁদুর*
(কয়েকটি সংলাপ আলোয় নিজেকে; অগ্রন্থিত কবিতা)

লোকচর্যার একটি অন্যতম অংশ হল ব্রতকথা, পাঁচালী, দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা ইত্যাদি। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ, কিন্তু লৌকিক সমাজে এই তেরো পার্বণ ছাড়াও রয়েছে আরো অনেক পার্বণ- উৎসব। সেদিকটিকে মনে রেখে কবি লিখেছেন—

বারোমাসে ছাব্বিশ পার্বণ
পাঁচ দেবতার সঙ্গে পঁচিশজন অপদেবতা সঙ্কটা সঙ্কটত্রাণী।
(অনামিকা অথবা যে কোনো নামে; দ্বন্দ্ব অহর্নিশ)

সংকটমুক্ত হতে দেন-দেবীদের শরণার্থী লোকের কথা ভেবেই শক্তিপদর এই পংক্তিনির্মাণ। শক্তিপদর কবিতার জগৎ রূপকথা আকর্ষণীয় স্পর্শে রহস্যময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। 'পাতালের রাজকন্যা,' 'রূপোর কৌটা খোলার চাবি', 'সোনা-রূপার কাঠি', 'করচ গাছের পেত্নী বটগাছের ব্রহ্মদৈত্য'- রূপকথার এসব চিত্র তাঁর কবিতার ইমেজকে আরো বেশি বাঙ্ময় করে তুলেছে।

শক্তিপদর অনেক কবিতায় মঙ্গলকাব্যের চরিত্ররা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্য লোকজীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত এই মঙ্গলকাব্যগুলি গ্রাম-বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে মূল্যবান সম্পদস্বরূপ। শক্তিপদ যখন লিখেন—

ফুল্লরার বারোমাস বারো দুঃখে ভরা
উদয়াস্ত অভাগীর মাথায় পসরা।

(একটি সেকেলে পদ্য; ঐ)

তখন মুহূর্তে 'চণ্ডীমঙ্গলে'র ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখবর্ণনার যন্ত্রণা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে আর সেই সঙ্গে স্বামীর প্রতি বাঙালি নারীর শাশ্বত প্রেম জীবন্ত হয়ে ওঠে।

"পুরাণ ও মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও কবির কাব্যজগতে লক্ষণীয়ভাবে উপস্থিত। 'মিথ' ও লোক-পুরাণের ইমেজ ভাঙিয়ে নবপুরাণ সৃষ্টি করা আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম শর্ত। মনসা নদীমাতৃক বাংলাদেশের এক লৌকিক দেবতা। ধনের দেবতাও বটে। আধা সামন্ততান্ত্রিক বরাক উপত্যকার সমাজ মানসের আধা গ্রাম, আধা নাগরিক পরিবেশে আজও মনসামঙ্গলের প্রভাব অত্যন্ত তীব্র। বরাক পারের যে কোনো শহরের একটু গলিঘুঁজিতে ঢুকলেই যখন শোনা যায় সমবেত নারীকণ্ঠে পদ্মপুরাণ পাঠ, তখন আর বুঝতে বাকি থাকে না মাসটা নিশ্চয়ই শ্রাবণ। এরকম কোনো মিস্টিক পরিবেশে কবি শক্তিপদর কানে যখন অনতিদূর কোনো বাতাসে পদ্মপুরাণের সুর ভেসে আসে তখনই বোধকরি কবির মনে অনুরণিত হয় আধুনিক 'মনসামঙ্গল' এর কোনো নবতর ইমেজ।"[৪] লোকজ অভিজ্ঞতার সার্থক চিত্র এই কবিতাটি। এখানে ঐতিহ্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রতিক লোক-জীবনের অভিজ্ঞতা আর কবিতা হয়ে উঠেছে বীক্ষণের প্রতিবেদন। বাংলা সাহিত্যের এই 'তৃতীয় ভুবন' এর কবির হাতে 'মনসামঙ্গল' এক নতুন তাৎপর্যের বার্তা নিয়ে আসে। জনৈক সমালোচক বলেছেন-

"শ্রাবণ মাসের সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত নিভৃত আত্মীয়তা আছে। কোথাও শাপলা ফুল দেখলে কিংবা পদ্মপুরাণ গান শুনলে আমার বুকের ভিতর শৈশব জেগে ওঠে। পূর্ববাঙ্গলার যে বাংলা অঞ্চলে আমার জন্ম ও আকৈশোর বেড়ে ওঠার স্মৃতি- মনসা সেখানে এক জাগ্রত দেবতা। ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলের বাড়ীতে পুজো পাওয়ার সৌভাগ্য মা দুর্গারও নেই। কিন্তু মনসা সর্বজনবন্দিতা।"[৫]

শুধু পূর্ববাংলা নয়, বরাক উপত্যকায়ও এই দেবীর এক বিশেষ স্থান আছে। বাঙালি ঘরের জীবন্ত চরিত্র যেন বেহুলা -লখিন্দর। শক্তিপদ জন্মভূমি পূর্ববাংলা ও স্বভূমি এই বরাকের মাটিতে- উভয় স্থানেই দেখেছেন, মনসা দেবীর বিশেষ মান্যতা আছে। তাই তাঁর 'মনসামঙ্গল' কবিতাটির মধ্যে দেবী মনসার মাহাত্ম্যের পাশাপাশি বেহুলার করুণ রূপটিও চিত্রিত হয়েছে—

সপ্তডিঙ্গা মধুকর চারিদিকে জল
শ্রাবণের অবিশ্রাম মনসামঙ্গল
পচাপাটে এঁদো ডোবা বিষধর ফণা
ছেঁড়া কাঁথা-কানি আর বেহুলা যন্ত্রণা
হু হু করে কালসন্ধ্যা ভেসে আসে গানে
সায়ের ঝিয়ারি যায় অনন্ত ভাসানে।

(মনসামঙ্গল; অনন্ত ভাসানে)

লক্ষণীয়, চিন্তা-চেতনায় শক্তিপদ ঋদ্ধ ব্যক্তিত্ব। মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যে প্রাকৃতজনের ব্যথা-বেদনা জারিত হয়ে অপূর্ব কাব্যসুষমা লাভ করেছে তাঁর কাব্যে। আধুনিক মননে লোকায়ত জীবনের মরমী স্পর্শে শক্তিপদর কবিতা হয়ে উঠেছে অন্তর্লোকের নব উদ্ভাস, যা তাঁর কাব্যবীক্ষাকে দিয়েছে এক নতুন আয়তন।

তথ্যসূত্র:

১। শক্তিপদ ব্রহ্মচারী: 'আত্মকথাঃ দ্বিতীয় পর্ব', 'খ' সাময়িক পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ৯।
২। বিশ্বতোষ চৌধুরী: 'কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর কাব্যবীক্ষা', ঈশান বাংলার কবি ও কবিতা, অক্ষর প্রকাশনী, ত্রিপুরা, ২০১১, পৃ. ১২৮।
৩। পৃথ্বীশ দেশমুখ্য: 'লোকাভরণ', শক্তিপদ পরিক্রমা, সাহিত্য প্রিন্টার্স, হাইলাকান্দি, ২০০৫, পৃ. ৪৫।
৪। বিশ্বতোষ চৌধুরী: 'প্রেম ও প্রেমহীনতায়, প্রকৃতি ও বিষাদময়তায় কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী', কবিতীর্থ শারদসংখ্যা, ২০০৭, পৃ.১৬।
৫। রণজিৎ চৌধুরী: 'শ্রাবণের স্মৃতিভূক', যুগশক্তি ১৯৮১, পৃ. ১৫।

ঐতিহ্যই লোকসংস্কৃতির মূল ভিত্তি। একই ভৌগোলিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠা একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মানুষ শৈশব থেকে যে রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে ওঠে সেই সংস্কৃতিই তার মজ্জাগত হয়ে যায় এবং এই সংস্কৃতিই তার ঐতিহ্যে পরিণত হয়। এভাবেই লোকসংস্কৃতির ধারা সময়ের সীমানা পেরিয়ে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। সময় যেমন পরিবর্তনশীল, তেমনি সংস্কৃতির পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তনশীল সময়ের প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কৃতির নানারূপের বিশ্লেষণী আলোচনা গ্রন্থিত হয়েছে আলোচ্য বইটিতে।

9 788194 411321

SCHOLAR PUBLICATIONS SP

স্কলার পাবলিকেশনস্
করিমগঞ্জ, আসাম, ৭৮৮৭১১